ইউনিট
১৪

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম এবং বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের জনগণের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। একটি সচেতন ও সংগ্রামী জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক পুজি বা উপযোগ বিধায় জনগণের শিক্ষালাভের সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসও সূচিত হয়। বস্তুত: শিক্ষা হল একটি জাতির আশা-আকাঙ্খার রূপায়ন ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মানের, অন্যকথায় একটি দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের হাতিয়ার। তাই বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায় তথা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক সমাজের উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । এই ইউনিটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ৮টি পাঠ আছে। পাঠগুলোতে বিভিন্নমুখী শিক্ষাধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া পাঠগুলোতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ : শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও শিক্ষা কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও উপধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর স্তরগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রেণী ও বয়:ক্রম উলেখসহ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো ছকে বিন্যস্ত করতে পারবেন।

একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে মেধা, ক্ষমতা ও আগ্রহের বিভিন্নতা থাকে; সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাও থাকে ভিন্ন ভিন্ন। তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের মেধা, আগ্রহ ও ক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্নমূখী শিক্ষাধারার আয়োজন করা হয়ে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্নমূখী শিক্ষাধারার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্নমূখী শিক্ষা ধারা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে ঃ

- সাধারণ শিক্ষাধারা
- মাদ্রাসা শিক্ষাধারা
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারা

এই তিনটি শিক্ষাধারার প্রত্যেকটিরই বেশ কয়েকটি করে শাখা রয়েছে। যেমন সাধারণ শিক্ষাধারায় বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা; মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান, তাজবীদ, হিফজুল কুরআন ইত্যাদি এবং কারিগরি শিক্ষায় এগ্রিকালচার, টেক্সটাইল ইত্যাদি শাখা রয়েছে।

এছাড়া শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরে আরও কিছু ধারা বা উপধারা রয়েছে, যেমন- উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, আইন, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে নার্সিং,
হোমিওপ্যাথি, পর্যটন ইত্যাদি পেশাগত শিক্ষা উপধারা রয়েছে।

অন্যান্য শিক্ষাধারা

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ সাধন করা এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা প্রয়োগ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের মুখ্য উপায় হ'ল ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের অধিকার রয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ঃ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন মুসলমান। প্রতিটি মুসলিম নর/নারী যেন ইসলামি জীবনাদর্শ ও বিধি-বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারে এজন্য ইসলাম ধর্ম শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মাদরাসা শিক্ষা ধারার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তরে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ পালি ও সংস্কৃত বোর্ড ৩ বৎসর মেয়াদী সংস্কৃত ও ধর্ম শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে। ধর্ম শিক্ষার বিষয়গুলো হল প্রথম বর্ষে আদ্য, দ্বিতীয় বর্ষে মধ্য এবং তৃতীয় বর্ষে উপাধি। সংস্কৃত ভাষা, পৌরহিত্য, স্মৃতি (হিন্দু আইন) ইত্যাদি হল কোর্সের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়। সংস্কৃত ও পালি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে টোল (সংস্কৃত শিক্ষাদানের স্কুল) রয়েছে । এছাড়া রয়েছে চতুষ্পাঠী ও কলেজ। এসব কোর্সে ভর্তির ন্যুনতম যোগ্যতা হল এসএসসি। তিন বৎসরের কোর্স সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থী তীর্থ সনদ পায়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তিন বৎসরের আদ্য, মধ্য ও উপাধি কোর্স স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করতে হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা ঃ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা ও বৌদ্ধ ভাষা পালি শিক্ষা অনেকটা হিন্দু ধর্ম শিক্ষার অনুরূপ। পালি শিক্ষার তিন বৎসরের কোর্স রয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তীর্থ সনদের বদলে "পালি বিশারদ" সনদ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ পালি ও সংস্কৃত বোর্ড প্রথাগত পদ্ধতিতে পালি শিক্ষা দিয়ে থাকে। দেশে প্রায় একশত পালি টোল রয়েছে।

খ্রীষ্ট ধর্ম শিক্ষা ঃ খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য দেশে বাইবেল স্কুল ও সেমিনারি রয়েছে। এগুলোতে এসএসসি স্ড়র পর্যন্ড় শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া এইচএসসি স্তরের শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চ মানের সেমিনারি ও থিয়লজিকাল কলেজ রয়েছে। সফল শিক্ষার্থীদের থিয়লজি ও ডিভিনিটির উপর ব্যাচেলর ও মাস্টার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। খ্রীষ্ট ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী চার্চ কর্তৃক এসব প্রতিষ্টান পরিচালিত হয়।

শিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত যেমন (১) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক যার মধ্যে রয়েছে (ক) নিম্ন মাধ্যমিক (খ) মাধ্যমিক ও (গ) উচ্চ মাধ্যমিক এবং (৩) উচ্চ শিক্ষা যার মধ্যে রয়েছে (ক) স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান) (খ) মাষ্টার, (গ) এমফিল ও পিএইচডি। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির বয়স ৬ বৎসর। নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বয়ঃক্রম হল যথাক্রমে ১১-১৩, ১৪-১৫ এবং ১৬-১৭ বৎসর।

উলেখ যে, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা স্তরটি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু না হলেও দেশের প্রায় সব বড় বড় শহরে কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুলে বেসরকারীভাবে চালু আছে।

নিচে বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর একটি বিন্যস্ত ছকে তুলে ধরা হল ঃ

শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td colspan="2">ডক্টরেট
এম.ফিল</td><td rowspan="3">উচ্চশিক্ষা</td></tr>
<tr><td></td><td>মাস্টার্স</td><td rowspan="2">মাস্টার্স</td></tr>
<tr><td>২২+</td><td>১৬</td><td rowspan="4">স্নাতক
(সম্মান)</td></tr>
<tr><td>২১</td><td>১৫</td><td rowspan="3">স্নাতক (পাস)</td></tr>
<tr><td>২০</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>১৯</td><td>১৩</td></tr>
<tr><td>১৮</td><td>১২</td><td colspan="3">উচ্চমাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১৭</td><td>১১</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>১৬</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>১৫</td><td>৯</td><td colspan="3">মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>৮</td><td colspan="3" rowspan="3">নিম্ন মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>৫</td><td colspan="3" rowspan="6">প্রাথমিক</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>৩</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>২</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>১</td></tr>
<tr><td>৬</td><td></td><td colspan="3" rowspan="3">প্রাক-প্রাথমিক</td></tr>
<tr><td>৫</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>৩</td></tr>
<tr><td>বয়স</td><td>শ্রেণী</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দুটি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত ঃ (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং (২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠনিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে। মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ধারা কয়টি ?

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় কিসের মাধ্যমে ?
ক) আগ্রহ ও ক্ষমতার মাধ্যমে
খ) মেধা ও আগ্রহের মাধ্যমে
গ) চাহিদা ও প্রয়োজনের মাধ্যমে
ঘ) বিভিন্ন শিক্ষাধারার মাধ্যমে

৩। ব্যক্তির সামাজিক ও মানসিক গুণাবলি উন্মেষের মূখ্য উপায় কী ?
ক) প্রাথমিক শিক্ষা
খ) উচ্চ শিক্ষা
গ) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা
ঘ) সাংস্কৃতিক শিক্ষা

৪। বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর বা পর্যায় কয়টি ?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৫। কোনটি উচ্চ শিক্ষা স্তরের সর্বনিম্ন স্তর?
ক) উচ্চ মাধ্যমিক খ) স্নাতক
গ) মাস্টার ঘ) এমফিল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নমূখী শিক্ষাধারা থাকার কারণ কী ?
২। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান শিক্ষাধারাগুলো কী ?
৩। "পালি বিশারদ" সনদ কাকে কখন দেওয়া হয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাধারার বর্ণনা দিন।
২। বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর বিভিন্ন স্তর বিন্যাস উপস্থাপন করুন।

সঠিক উত্তর ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ ৫। খ

পাঠ-২ : প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয়গুলোর নাম উলেখ করতে পারবেন।
- সর্বজনীন ও বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভাগীয়, জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রধান দায়িত্ব উলেখ করতে পারবেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে যদিও আনুষ্ঠানিক স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়নি তথাপি বেসরকারি উদ্যোগে এই শিক্ষা দেশের প্রায় সব শহরেই চালু আছে। সরকার তাদের শিক্ষাক্রম সমন্বয়ের ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) মাধ্যমে করে দিয়েছে। প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স ৩-৫ বছর হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ৬-১০ বছর বয়সের শিশুরা ৫ বছর মেয়াদী (১ম-৫ম শ্রেণী) প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে এ স্তরের শিক্ষা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, নন-রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার্থীর জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের শিক্ষাই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের সকল স্বাভাবিক শিশুর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ড় প্রাথমিক শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা সর্বজনীন শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫ বছর মেয়াদী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য সারাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৮০ সাল থেকে প্রবর্তিত হয়েছে।

বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা

দেশের সকল শিশুকে একটি ন্যুনতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলাই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা সত্ত্বেও নির্ধারিত বয়সের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছে তাদের একটি অংশ অকালেই ঝড়ে পড়ে। ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হয়না। এ অবস্থায় আইনের মাধ্যমে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংসদে পাশ করা হয় এবং ১৯৯২ সালে প্রতি জেলায় একটি করে থানায় পরীক্ষামূলক ভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। পরে ১৯৯৩ সালে সারাদেশে তা সম্প্রসারণ করা হয়।

প্রাথমিক স্ড়রের পাঠ্য বিষয়

প্রাথমিক স্ড়রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা আছে, অন্যান্য বিষয়ে পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা নেই, তবে শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও তথ্য পুস্ড়িকার ব্যবস্থা আছে।

তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা আছে। নিম্নে প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলোর নাম দেওয়া হল ঃ (১) মাতৃভাষা (বাংলা) (২) ইংরেজি (৩) গণিত (৪) পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (৫) পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (৬) ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম) (৭) শারীরিক শিক্ষা (৮) চারু ও কারু কলা (৯) সংগীত।

সপ্তাহিক রুটিনে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ২৪টি পিরিয়ড এবং ৩য়-৫ম শ্রেণীর জন্য ৩৪ পিরিয়ডে পড়ালেখা করানো হয়।

দেশে বর্তমানে (২০০৮) বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিচের সারনীতে দেওয়া হলো।

সারণী-১ : প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	শিক্ষক	শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী	
				বালক	বালিকা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৬৭২	১৮২৮৯৯	৯৬৪৫৩	৯৫৩৭৫৭১	৪৮৯৩২১৫
রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০৮৩	৭৬৮৭৫	২৫২৯৯	৩৪৭২৭৯৯	১৭৫৩৫৫১
নন-রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৬৬	২৪৬০	১৫৭৯	৯৯৫৬৪	৪৯০৪৬
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৩৪৯৭	১০৩৬৯১	২৯৬২০	২৮৯১৬৭১	১৩৮৫৯৫৬
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮২২১৮	৩৬৫৯২৫	১৫২৯২১	১৬০০১৬০৫	৮০৮১৭৬৮

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি, উদ্দেশ্য ও আইনসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সার্বিক কর্মকান্ডকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত একটি সুবিন্যস্ত উলম্ব শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো দেশের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করছে। (চিত্র- ১)

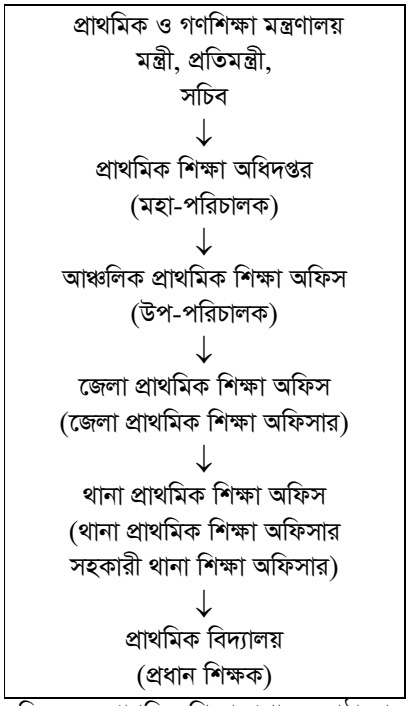

চিত্র- ১: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সুনিশ্চত করার দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শীর্ষ পর্যায়ে একজন পূর্ণ মন্ত্রী, একজন প্রতিমন্ত্রী ও একজন সচিব রয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয়ের পরেই রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। একজন মহাপরিচালক এই অধিদপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। এই অধিদপ্তরে বর্তমানে মোট ৩৪০ জন জনবল বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা যেসব দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেন তা নিম্নরূপ ঃ

- বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ের শিক্ষা অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণে ও এর বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- অধিদপ্তরের অধীনস্থ প্রশাসক, পরিদর্শক, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সম্পৃক্ত প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়ন।
- প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যয় সুনিশ্চিতকরণ।

বিভাগীয়, জেলা ও থানা শিক্ষা অফিস

- বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি করে আঞ্চলিক অফিস আছে। একজন উপ-পরিচালক তাঁর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মূল দায়িত্ব হলো মন্ত্রণালয় গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা করা।
- জেলা পর্যায়ে প্রতি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিসের প্রধান কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। সরকারী প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসারে তিনি নিজ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন।
- থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারী নীতি বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার।
- সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার তার ক্লাসটারভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব পালন ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাজে সহায়তা করেন এবং স্থানীয় এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাদি সম্পন্ন করেন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্য পরিচালনাসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদত্ত কার্য সম্পাদন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাথমিক স্ড়রে পঠিত বিষয় কয়টি ?
ক) ৬টি খ) ৭টি গ) ৮টি ঘ) ৯টি

২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতি গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে কোনটি ?
ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
গ) বিভাগীয় আঞ্চলিক অফিস ঘ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

৩। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কোন সালে চালু হয় ?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৮০ গ) ১৯৯০ ঘ) ১৯৯৩

৪। ক্লাস্টারভুক্ত বিদ্যালয় সমূহের দায়িত্ব পালন করেন কে ?
ক) জেলা শিক্ষা অফিসার খ) থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
গ) থানা সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। প্রাথমিক স্তরের তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীর পঠিত বিষয়সমূহের নাম উলেখ করুন।
২। প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো উপস্থাপন করুন।
৩। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তিনটি প্রধান দায়িত্বের উলেখ করুন।
৪। থানা/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রধান দায়িত্ব কী ?
৫। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। গ

পাঠ-৩ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সকল নাগরিকের শিক্ষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার উলেখ করতে পারবেন।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নির্দেশ করতে পারবেন।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নীতি উলেখ করতে পারবেন।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উপনীত না হওয়া পর্যন্ড় যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংজ্ঞা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন পরিবেশের জনগোষ্ঠীর জন্য সময়, স্থান ও সাংগঠনিকভাবে শিথিল প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। এ শিখন-প্রক্রিয়া উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ নিশ্চিত করে। মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ। এসব ধাপ ধারাবাহিক অথবা বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর নিম্নোক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে :

> '(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের আওতায় নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা- প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

তাছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত অঙ্গীকারসমূহের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আসছে। বাংলাদেশ "জাতিসংঘ নারী অধিকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ" এবং "জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ" এর মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বাক্ষর প্রদানকারী রাষ্ট্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার জনগনের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরনের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক

র) চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

রর) শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে আয়সৃজনী ও জীবনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাবান নাগরিকে পরিণতকরণ;

ররর) সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নিম্নরূপ :

ক) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য বিকল্প ধারার মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী, ১৬-২৪ বছর এবং পঁচিশোর্ধ বয়সী যারা কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি অথবা ঝরে পড়েছে, উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি;

গ) সকল ধরনের অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কৌশলগত লক্ষ্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কৌশলগত লক্ষ্য পূরণের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ নিম্নরূপ প্রস্তাব করেছে :

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক একটি টেক্‌নিক্যাল কমিটি বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে মানসম্মত উপকরণাদির অনুমোদন দেবে।
- বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং অতিবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।
- উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষ করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব । এগুলো হচ্ছে ঃ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা ও শিখন-চাহিদা নিরূপণ;

খ) যথাযথ পরিবীক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা নিরূপণ;

গ) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমিত মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি প্রণয়ন;

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারীদের মূল ধারায় আনার ব্যবস্থা করণ;

ঙ) বিভিন্ন কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কারিকুলাম ও শিখন মডিউল প্রণয়ন;

চ) যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব, সে সকল ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমমান প্রতিষ্ঠাকরণ;

ছ) শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

জ) কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় একটি সংস্থা নিয়োজিতকরণ;

ঝ) কর্মসূচির লক্ষ্য সহজে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান, অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি, যা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে, তা চিহ্নিতকরণ এবং গুণগত মানের সূচক নির্ধারণ ও মূল্যায়ন এবং

ঞ) কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নির্ধারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (➨) চিহ্ন দিন

১। 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রথম কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?

ক) সেনেগালের ডাকারে

খ) থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে

গ) চীনের বেইজিংয়ে

২। মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি হল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার-

ক) লক্ষ্য ক) পদ্ধতি গ) ধাপ

৩। নিরক্ষরতা, দারিদ্র দূরীকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কোনটি প্রয়োজন ?
ক) সরকারী বেসরকারী সংস্থার কর্মপন্থা
খ) সুশীল সমাজের নির্ধারিত কর্মপন্থা
গ) সরকারী, বেসরকারী ও সুশীল সমাজের সমন্বিত কর্মপন্থা

৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ মতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তির বয়স কোনটি ?
ক) ৬-১২ বছর খ) ৮-১৪ বছর গ) ১৫-২৪ বছর

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ?
২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য কী ?
৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধিভুক্ত দিকগুলো কী ?
৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কৌশল সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশগুলো কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নীতিমালা উলেখ করুন।
২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করণের উপায়গুলো কী ?

সঠিক উত্তর ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। খ

পাঠ-৪ : মাধ্যমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব উলেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরটি হল মাধ্যমিক শিক্ষা। দেশে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা স্ড়র তিনটি উপস্ড়রে বিভক্ত যেমন (১) নিম্ন মাধ্যমিক : ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। (২) মাধ্যমিক স্ড়র : ৯ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্ড়র (ক) মানবিক (খ) বিজ্ঞান এবং (গ) ব্যবসায় এই তিনটি শাখায় বিভক্ত রয়েছে। (৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (১) বিজ্ঞান (২) মানবিক (৩) ব্যবসায় (৪) গার্হস্থবিজ্ঞান (৫) ইসলামী শিক্ষা এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত।

বর্তমানে ভোকেশনাল শিক্ষা ধারা, সাধারণ শিক্ষা ধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

দেশের বর্তমান (২০০৮) বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিচের সারণীতে দেওয়া হলো।

সারণী-২ : মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি	সরকারি	মোট	শিক্ষক *	শিক্ষার্থী *
জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৪৫৮	০	৩৪৫৮	২৪৬০৮ (৫৯৮৩)	৪৯৫৭৩৫ (৩০৩৬৩৭)
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪৯৮১	৩১৭	১৫২৯৮	১৮৪৮৮৮ (৪০৮০৫)	৬৩২৪০১৩ (৩৩৫৭৮২০)
মোট বিদ্যালয়	১৮৪৩৯	৩১৭	১৮৭৫৬	২০৯৪৯৬ (৪৬৭৮৮)	৬৮১৯৭৪৮ (৩৬৬১৪৫৭)

******বন্ধনীর সংখ্যাগুলো শিক্ষিকা এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা*

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যদিও কাঠামোগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে (যেমন আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা অফিস), তথাপি ক্ষমতা চর্চার দিক থেকে তা মূলত কেন্দ্রীভুত। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক প্রশাসন ও পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ড়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নে সংযোজিত ছকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো তুলে ধরা হল।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

সংযুক্ত অধিদপ্তর / দপ্তর

- ব্যানবেইজ
- শিক্ষা প্রকৌশল পরিদপ্তর
- ডাইরেক্টরেট অব অডিট এ্যান্ড ইন্সপেকশন
- জাতীয় শিক্ষ ব্যবস্থাপনা একাডেমী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ঃ

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

- মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

উচ্চশিক্ষা
(সরকারি/বেসরকারি কলেজ)
↓
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগীয় কার্যালয়
↓
জেলা কার্যালয়
↓
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা

ছকে লক্ষণীয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে একাধিক সংস্থা। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবস্থিত এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালন করে থাকে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চার ধরনের বিশেষীকৃত সংস্থা। নিচের ছকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এদের দায়িত্ব সংক্ষেপে উলেখ করা হল।

প্রতিষ্ঠান		**দায়িত্ব**
ক) অধিদপ্তর	১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (সাধারণ) ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।
খ) সংযুক্ত/স্বতন্ত্র দপ্তর	২। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ)	শিক্ষা পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।
	৩। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী	শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং কলেজ শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ আয়োজন।
	৪। শিক্ষা প্রকৌশল পরিদপ্তর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাপনা
	৫। ডাইরেক্টরেট অব অডিট এ্যান্ড ইন্সপেকশন	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিয়মকানুন ও একাডেমিক পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা।

স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	৬।জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক ব্যবস্থাপনা।
	৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ৮। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং একাডেমিক ব্যবস্থাপনা।

কোন কোন সংস্থার, যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় অফিস রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়ন এবং অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালনে এসব আঞ্চলিক ও স্থানীয় অফিসসমূহ প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

কেন্দ্রিয় পর্যায়ে

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত। মাউশির নির্বাহী প্রধান হলেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে এই অধিদপ্তরের চারটি প্রধান

শাখা রয়েছে, যেমন- ১) কলেজ ও প্রশাসন; ২) মাধ্যমিক শিক্ষা; ৩) প্রশিক্ষণ এবং ৪) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে একজন করে পরিচালক কর্তব্যরত আছেন। এছাড়া শারীরিক শিক্ষা শাখা নামে মাউশির আরেকটি শাখা রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন উপ-পরিচালক।

শারীরিক শিক্ষার উপপরিচালকসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাউশিতে আটজন উপপরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এরা হলেন ১) উপপরিচালক, সরকারি কলেজ; ২) উপপরিচালক, বেসরকারি কলেজ; ৩) উপপরিচালক, সাধারণ প্রশাসন; ৪) উপপরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা; ৫) উপপরিচালক, বিশেষ শিক্ষা; ৬) উপপরিচালক, শারীরিক শিক্ষা; ৭) উপপরিচালক, প্রশিক্ষণ এবং ৮) উপপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। এছাড়া রয়েছেন সহকারী পরিচালক, শিক্ষা কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ।

আঞ্চলিক পর্যায়ে

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য মাউশির নয়টি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস আছে। আঞ্চলিক অফিসগুলো ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিলা, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, রাজশাহী ও বরিশালে অবস্থিত। প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসের দায়িত্বে আছেন একজন আঞ্চলিক উপপরিচালক। তাঁদের অধীনে প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে আছেন একজন আঞ্চলিক শিক্ষা পরিদর্শক এবং একজন পরিদর্শিকা। তাঁদেরকে কাজে সহায়তার জন্য রয়েছেন যথাক্রমে একজন সহকারী পরিদর্শক ও একজন সহকারী পরিদর্শিকা। এছাড়া রয়েছেন অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ।

জেলা পর্যায়ে

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা পর্যায়ে রয়েছে ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস। এর প্রধান হলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তাঁর অধীনে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করেন।
মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্ড়বায়ন এবং উন্নয়নের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে। বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশন এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রদান এসব অন্যতম।

থানা পর্যায়ে

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে সব থানাতেই একজন করে "থানা প্রকল্প কর্মকর্তা" রয়েছেন। থানা/উপজেলার আওতাভুক্ত বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম তদারকি করণ থানা প্রকল্প কর্মকর্তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চে কার অবস্থান ?
   ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় খ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
   গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

২। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং একাডেমিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার ?
   ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড খ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
   গ) ডাইরেক্টরেট অব অডিট এ্যান্ড ইন্সপেকশন ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

৩। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কোনটির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে ?
   ক) মাধ্যমিক শিক্ষা খ) উচ্চ শিক্ষা
   গ) মাদ্রাসা শিক্ষা ঘ) উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রসাশন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো বর্ণনা করুন।
২। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও প্রধান দায়িত্ব উলেখ করুন।

রচনামুলক প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামোর ছক উপস্থাপন করুন।
২। শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন শিক্ষার উন্নয়নে কতটা সহায়ক? আপনার মতামত যুক্তিসহকারে লিখুন।

সঠিক উত্তর ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ

পাঠ-৫ : উচ্চ শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডিগ্রী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচিতি উলেখ করতে পারবেন।

জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলাই হল উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের জন্য দেশে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও পেশাগত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সাধারণত উচ্চ শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে কলেজে ৩ বছরের পাস অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ডিগ্রী কলেজে ৪ বছরের সম্মান ডিগ্রী প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হয়। যে সব শিক্ষার্থীরা ডিগ্রী পাস প্রোগ্রাম থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হয় তাদের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রীর মেয়াদ ২ বছর এবং সম্মান ডিগ্রীধারীদের জন্য এক বছর। পেশাগত বিশেষায়ন শিক্ষা ক্ষেত্র যেমন কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রীর মেয়াদ ৫ বছর। এর উর্ধ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ও পি এইচ ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কিছুটা জটিল। কারণ বিভিন্ন প্রকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন- সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারী ও বেসরকারী কলেজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন। কিন্তু একাডেমিক বিষয়ে যেমন- শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা পরিচালনা, স্বীকৃতি- সকল কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। তবে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার সিংহভাগ অর্থই সরকার মঞ্জুরী দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে এ অর্থ বন্টন করা হয়।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২১টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৮টি আনুষ্ঠানিক এবং ১৯টি অনানুষ্ঠানিক দূর শিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিগ্রী প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কলেজ সমূহের অধিভুক্তকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ে বিএ, বিএসএস, বিএসসি, বিকম, বিএফএ, এলএলবি ডিগ্রি (পাশ ও স) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএ, এমএসএস, এমএসসি, এমকম, এমএফএ ও এলএলএম ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য খন্ডকালীন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যা চিকিৎসা বিষয়ক কোর্স পরিচালনা করে থাকে এবং ১২টি বিষয়ে ডিপোমা, ১৫টি বিষয়ে এমডি ও ৮টি বিষয়ে এমএস ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় এফসিপিএস ডিগ্রি প্রদান করে। কৃষি ক্ষেত্রে ৩টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ রয়েছে এগুলো হল এগ্রিকালচার, ভেটেনিয়ারি, এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী, ফিশারিজ, এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এগ্রি ইকোনমিকস। অনুষদগুলোর ৪১টি ডিপার্টমেন্ট শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বিএজি ও এমএজি ডিগ্রি প্রদান করছে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হল অপর দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো কৃষি শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করছে।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত অপর ৪টি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি পেশাগত বিশেষায়নসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : কলেজ

দেশের বিভিন্ন ধরনের কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের বর্তমান (২০০৮) সংখ্যা নিচের সারণীতে দেওয়া হলো।

সারণী-৩ : উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ধরন	সরকারি	বেসরকারি	মোট	শিক্ষক *	শিক্ষার্থী *
স্কুল এবং কলেজ	৩	৬৩৫	৬৩৮	১০৮৭৪ (২৭৮৪)	১৩৯৭৯৫ (৭২০৭৯)
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	১১	১১৭৪	১১৮৫	২১০৩২ (৪১২৬)	২১০০২৬ (১০৬২৬৭)
ডিগ্রী (পাশ) কলেজ	১১৬	১০৯৬	১২১২	৪৩১২০ (৭৮৩২)	৭১৫৭১২ (৩২৩৮৯৭)
ডিগ্রী (অনার্স) কলেজ	৫৫	৮৭	১৪২	৫৫৫৮ (১৩৬৮)	২২৯৫১৭ (৯৫৬৩৩)
মাষ্টার্স কলেজ	৬৭	৩৩	১০০	৭১৩১ (২১৬৩)	৫৬০৫৮৩ (২২২৯৩৪)
মোট কলেজ	২৫২	৩০২৫	৩২৭৭	৮৭৭১৫ (১৮২৭৩)	১৮৫৫৬৩৩ (৮২০৮১০)

***বন্ধনীর সংখ্যাগুলো শিক্ষিকা ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা**

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হল দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার সমকালীন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে দেশের উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের যোগানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজগুলো হল ঃ

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাহিদা নিরূপণ
- বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের রক্ষণা বেক্ষণ ও উন্নয়ন কাজের জন্য সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করণ
- বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা কর্ন
- বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন পরিবীক্ষণ
- নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিশ্ববিদ্যালয় সংশিষ্ট বিষয়াবলীর তথ্য সংগ্রহ, বিশেষণ এবং ব্যাখ্যা করণ।

উপর্যুক্ত কার্যাবলি ছাড়াও কমিশন বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায়, বিশেষ করে চযউ ডিগ্রির জন্য গবেষণা ও বৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ফেলোশিপ প্রদান, মৌলিক গবেষণার জন্য পুরস্কার প্রদান এবং গবেষণা ও শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষণা, তথ্য বিনিময়, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পেশাগত উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা কর্মসূচিও গ্রহণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষায়ন ডিগ্রীর মেয়াদ কত বছর ?
ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫

২। বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ কোনটির অধিভুক্ত ?
ক) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
খ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

৩। কোনটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব ?
ক) উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
খ) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
গ) পরীক্ষাগ্রহণ ও সনদ প্রদান

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। উচ্চ শিক্ষা স্তরের বিভিন্ন ডিগ্রীর মেয়াদ উলেখ করুন।
২। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী ?
৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কি কি কোর্স প্রদান করে ?
৪। কৃষি শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচিতি দিন।

রচনমূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরন দিন।
২। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা কী ? এর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী ?

সঠিক উত্তর ১। গ ২। খ ৩। ক

পাঠ-৬ : মাদ্‌রাসা শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্ড়রের সাথে সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তরের তুলনা করতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিধি উলেখ করতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবাস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো উলেখ করতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত করতে পারবেন এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম শিক্ষা উপধারা হল মাদ্‌রাসা শিক্ষা। এটি মূলত ইসলামী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা যা সাধারণ শিক্ষার মতই প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বিস্ড়ৃত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল-কুরআন ও হাদীসের প্রতিফলন ঘটিয়ে তাদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক দিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এ শিক্ষা ধারায় লেখাপড়া করছে। যদিও শিক্ষার্থীদের ইসলামী ধারার শিক্ষা প্রদান মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি বিভিন্ন সংস্কার ও পরিমার্জনের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক (দাখিল) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) স্ড়রকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমমানে উন্নীত করে একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তর

সাধারণ শিক্ষা উপধারার মত মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপধারারও রয়েছে পাঁচটি স্তর। এগুলো হল ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল। ১৯৮৫ সালে দাখিলকে মাধ্যমিক ও ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক মানে উন্নীত করা হয়। নিচের ছকে সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপধারার বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের একটি তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হল।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্ড়র	সাধারণ শিক্ষার স্ড়র ও সমমান	মেয়াদ
ইবতেদায়ী	প্রাথমিক	৫ বৎসর
দাখিল	মাধ্যমিক	৫ বৎসর
আলিম	উচ্চ মাধ্যমিক	২ বৎসর
ফাযিল	স্নাতক	২ বৎসর
কামিল	স্নাতকোত্তর	২ বৎসর

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিসর

বর্তমানে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬৭৭৯ টি দাখিল মাদ্‌রাসা, ১৪০১ টি আলিম মাদ্‌রাসা, ১০১৩ টি ফাযিল মাদ্‌রাসা এবং ১৮৮ টি কামিল মাদ্‌রাসা রয়েছে। কেবলমাত্র তিনটি কামিল মাদ্‌রাসা ব্যাতীত সকল মাদ্‌রাসাই বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। এসব মাদ্‌রাসার মধ্যে কিছুসংখ্যক মহিলা মাদ্‌রাসাও রয়েছে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্‌রাসার বাইরেও বেশ কিছু মাদ্‌রাসা রয়েছে যেগুলো হাফিজিয়া, কিরাতিয়া, কওমী, নিজামিয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। এগুলোর বেশীর ভাগই আবাসিক এবং অনেকসময় এগুলোকে খারেজী মাদ্‌রাসা বলে অভিহিত করা হয়। এসব মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব বেফাকুল মাদারিস বা কওমী মাদ্‌রাসা বোর্ড রয়েছে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা

২০০৮ সালের পরিসংখ্যানুযায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮,৯৬,১১১ জন। এর মধ্যে কেবল মাধ্যমিক স্ড়রের (দাখিল ও আলিম) শিক্ষার্থী সংখ্যা হল ১৪,৪৯,৯৫৭ জন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কেবল মাত্র তিনটি মাদ্‌রাসা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল মাদ্‌রাসাই বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। এসব মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক এবং একাডেমিক নিয়মকানুন ও নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের। তবে সরকারি মাদ্‌রাসাগুলোর প্রশাসন তথা পরিচালনার দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। এছাড়া অধিদপ্তর সকল এমপিও-ভুক্ত বেসরকারি মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের এমপিও প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং মাউশি ছাড়াও মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সাথে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো হল-

সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২। পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর
৩। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
৪। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
৫। মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। তাঁকে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন একজন রেজিস্ট্রার, একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একজন মাদ্‌রাসা পরিদর্শক। এছাড়া আরও আছেন উপ রেজিস্ট্রার, উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ মাদ্‌রাসা পরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ;
২। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান অথবা অনুমোদন প্রত্যাহার বা স্থগিত করণ;
৩। বিভিন্ন ধরনের মাদ্‌রাসায় (দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল) শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং বদলী সংক্রান্ড় নিয়মাবলি নির্ধারণ;
৪। মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের প্রক্রিয়া ও ধরন নির্ধারণ;
৫। দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল ইত্যাদি পরীক্ষা বা অন্য যে কোন স্ড়রের পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬। বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং সনদ, ডিপোমা, সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদান;
৭। শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি হিসেবে ভাতা, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি, পদক ও পুরস্কার প্রদান;
৮। মাদ্‌রাসা শিক্ষা অর্ডিনেন্স এবং বিভিন্ন রেগুলেশন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিধিতে চুক্তি সম্পাদন ও তা অনুসরণ;
৯। মাদ্‌রাসার কাজ পরিচালনার জন্য ভবন, আঙ্গিনা, আসবাবপত্র, উপকরণাদি, বই এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থাকরণ;
১০। ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল এবং কামিল স্ড়রের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পাঠ্যপস্তক প্রকাশ বা অনুমোদন ; এবং
১১। অর্ডিনেন্স অনুযায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

বোর্ড বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। কমিটি সমূহের মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি হল একাডেমিক কমিটি, অর্থ কমিটি, শিক্ষাক্রম ও বিষয় কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, মনোয়ন কমিটি ইত্যাদি। বোর্ড কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে আরও বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৭৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানিক বেসরকারি

মাদ্‌রাসাসমূহের ব্যবস্থাপনা তদারকীর জন্য ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের প্রবিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব সংশিষ্ট মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে অধ্যক্ষগণ মাদ্‌রাসাসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার (দাখিল এবং আলিম) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির। একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্য নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ; পদ মঞ্জুরীকরণ; চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ; শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; মাদ্‌রাসার ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি; ছুটি মঞ্জুর, আর্থিক অগ্রিম প্রদান, ছুটির তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি ম্যানেজিং কমিটির দায়-দায়িতও অন্তর্ভূক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাদ্‌রাসা শিক্ষার কোন স্তর দুটি সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক শিক্ষার সমমানের ?
   ক) ইবতেদায়ী ও দাখিল
   খ) দাখিল ও কামিল
   গ) ফাযিল ও কামিল
   ঘ) দাখিল ও আলিম

২। বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষার একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা-
   ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
   গ) বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
   ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

৩। কোনটি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ?
   ক) কওমী মাদ্‌রাসা
   খ) কামিল মাদ্‌রাসা
   গ) হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা
   ঘ) কিরাতিয়া মাদ্‌রাসা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। মাদ্‌রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কি ধরনের উন্নয়নে সহায়তা করে ?
২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তরগুলো কী ? এগুলো কত বছর মেয়াদী ?
৩। সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তরগুলোর তুলনামূলক বিবরণ দিন।
৪। মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কী ?

রচনামুলক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য উলেখ করুন।
২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করুন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিবৃত করুন।

সঠিক উত্তর ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। খ

পাঠ-৭ : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

উদ্যেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বলতে পারবেন,
- সার্টিফিকেট ডিপোমা ও ডিগ্রী কোর্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবরণ দিতে পারবেন,
- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উলেখ করতে পারবেন।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে যেসব শিক্ষার্থীর আগ্রহ রয়েছে এবং যারা এক্ষেত্রে ভবিষ্যত গড়ে তুলতে চায় তাদের জন্য হ'ল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারা। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, আশা-আকাঙ্খা ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ধারার শিক্ষাক্রম প্রণীত হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। তাঁকে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তার জন্য রয়েছেন পাঁচজন পরিচালক। অধিদপ্তর সারাদেশে পরিব্যপ্ত এর প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে বিভিন্নমূখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে ৩১১৬টি প্রতিষ্ঠানে ২০,৭০৩ জন শিক্ষকের সহায়তায় প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে।

সাধারন শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার এবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্ড়রেও কারিগরি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে বাংলাদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুর“ হয় মাধ্যমিক স্ড়র হতে। মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা তিন পর্যায়ে বিন্যস্ড় রয়েছে।

সার্টিফিকেট কোর্স

মাধ্যমিক স্ড়রে তিন বৎসরের শিক্ষা শেষ হলে সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হয়। সার্টিফিকেট কোর্স বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী দক্ষ কর্মী গড়ে তোলে। এজন্য এ পর্যায়ে এক থেকে দুই বৎসর মেয়াদী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিমূলক কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। এসব বৃত্তিমূলক কোর্স নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রদান করা হয়।

- ৬৪টি সরকারি টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজ ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডের উপর এসএসসি (ভকেশনাল) এবং এইচএসসি (ভকেশনাল) কোর্স প্রদান করে।
- ১১০০ এর অধিক বেসরকারি বিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তির উপর এসএসসি (ভকেশনাল) কোর্স প্রদান করে।
- ৮০০ এর অধিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ৫টি ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডের উপর এইচএসসি (বিএম) কোর্স প্রদান করে।
- ৩৫টি সরকারি/বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেসিক ট্রেড শিখানো হয়।
- ৩০০ স্ব-নির্ভর বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টার প্যারা ট্রেডসমূহ প্রদান করে। ট্রেডগুলো হল ঃ
    - রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং
    - অডিও-ভিডিও
    - ফিস কালচার এন্ড ব্রিডিং
    - ওয়েলডিং ওয়ার্ক
    - কম্পিউটার
    - ড্রেস মেকিং
    - ফার্ম মেশিনারি
    - জেনারেল ইলেকট্রিকাল
    - অটোমটিভ
    - পোলট্রি বিয়ারিং
    - ড্রাফটিং সিভিল
    - ম্যাশিনিস্ট
    - বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স
    - বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
    - উড ওয়ার্কিং

করিগরি শিক্ষা বোর্ড

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিভুক্তকরণের জন্য করিগরি শিক্ষা বোর্ড বা বাংলাদেশ টেকনিকাল এডুকেশন বোর্ড (বিটিইবি) গঠন করা হয়েছে। করিগরি শিক্ষা বোর্ড দেশের কারিগরি শিক্ষার সংগঠন, তত্ত্বাবধান, বিধিবদ্ধকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে। ।

এ বোর্ড বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্সের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে, সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করে ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করে। বর্তমানে বিটিইবি কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণই করেনা, সে সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের যেমন- জনশক্তি, বন, কৃষি, এনজিও ব্যুরো সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান করে থাকে। বিটিইবি বর্তমানে প্রায় অর্ধশত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে সনদ প্রদান করছে।

ডিপে□মা কোর্স

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো ডিপোমা প্রকৌশলী তৈরির জন্য ডিপোমা কোর্স প্রদান করে থাকে। ডিপোমা কোর্স এসএসসি পাশের পর ৪ বৎসর মেয়াদী হয়। বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যক সরকারী- বেসরকারী ভকেশনাল স্কুল, বেসিক ট্রেড স্কুল ও ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। দেশের ৪৬টি সরকারী এবং ১০৮টি বেসরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ৫টি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১৪টি ক্ষেত্রে কারিগরি ডিপোমা/ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ক্ষেত্রগুলো হল- সিভিল, মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল, কম্পিউটার, গ্রাফিক্স, সিরামিক, গাস, কেমিক্যাল, ফুড, পাওয়ার, অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং, সার্ভে এবং ইলেকট্রনিকস্

এছাড়া আরও কিছু প্রযুক্তির ক্ষেত্র কারিগরি শিক্ষায় নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। এগুলো হল :

- মেকাট্রনিকস
- কম্পিউটার সাইন্স ও টেকনোলজি
- টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং
- ইলেকট্রো মেডিকেল
- মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে
- এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি
- ইন্সটুমেন্টশন এন্ড প্রসেস কনট্রোল
- কনস্ট্রাকশন
- টেলিকমিউনিকেশন

বর্তমানে দেশে ৭০টির অধিক বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে যেগুলো প্রধানত কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিকস শিক্ষা দেয়।

স্নাতক কোর্স ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণাধীন তিনটি ডিগ্রি কলেজ নিম্নোক্ত প্রযুক্তি ক্ষেত্র সমূহে বিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

- টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কর্তৃক কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
- কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি কর্তৃক টেক্সটাইল টেকনোলজি।
- বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি কর্তৃক লেদার টেকনোলজি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষকদের জন্য নিম্নরূপ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক) ঢাকা টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কারিগরি শিক্ষকেদের প্রশিক্ষণের জন্য এক বৎসরের ডিপোমা এবং দুই বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রদান করা হয়।

খ) ভকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (VTTI), বগুড়া ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের জন্য এক বৎসর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স এবং পরবর্তী এক বৎসরে ডিপোমা ইন ভকেশনাল এডুকেশন কোর্স প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কারিগরি শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কোনটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় ?
- ক) কর্মক্ষেত্রের চাহিদা
- খ) শিক্ষার্থীর মেধা
- গ) দেশের ভবিষ্যত

২। বাংলাদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কখন শুরু হয় ?
- ক) মাধ্যমিক স্তরের শুরু থেকে
- খ) মাধ্যমিক স্তরের তিন বৎসরের শিক্ষা শেষে
- গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শুরু থেকে

৩। কারিগরি শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব কোনটির ?
- ক) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- খ) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
- গ) টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

৪। ডিপোমা প্রকৌশলী তৈরি করে কোন প্রতিষ্ঠান ?
- ক) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- খ) টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজ
- গ) করিগরি শিক্ষাবোর্ড

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তর বা পর্যায়গুলো কী ?
২। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কী ?
৩। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো কী ?
৪। কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজগুলোর নাম উলেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সার্টিফিকেট ও ডিপোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নামোলেখ করুন। ডিপোমা প্রদানের বিষয় বা ক্ষেত্রগুলো কী ?
২। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠ-৮ : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের পটভূমি উলেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন স্ড়র বা পর্যায়ের শিক্ষা বাস্তবায়নে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠার পর জাতির সামনে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দিন বদলের ইশতেহার, ভিশন-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য এবং জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন ও প্রত্যাশা এই বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দেয়। দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে আঠারো সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে । খসড়া শিক্ষানীতি ব্যাপক জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করে মতামত নেওয়া হয়। শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্ড়রের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরও সংশোধন সংযোজন করে চূড়ান্ড় আকারে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে চূড়ান্ত শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই শিক্ষানীতির উলেখযোগ্য দিক হল এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে মানুষের স্বভাবজাত অনুভুতিকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি পার্থিব জগতে জীবন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে- যা কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করেছে তা হল নিম্নরূপ ঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিকভাবে ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ড় সম্প্রসারিত করা হবে।

১. প্রাকপ্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে:
   - শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
   - অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

২. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।

৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্ড়বায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞান সহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

১. সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে

হবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ড় সম্প্রসারন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

৪. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও বিভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরণের মাদরাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।

৫. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরণের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৬. প্রাথমিক স্ড়রের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ড় শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

৭. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

৮. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১. এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্ড়রে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা- বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১ : ৩০-এ উন্নীত করা হবে।

৪. সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে

উচ্চশিক্ষা

১. বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

২. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৩. চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৪. যে সকল কলেজে তিন বছর মেয়দি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানে চার বছরের স্নাতক সম্মান ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৬. দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে। এসব

বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে বৈষম্যহীন হতে হবে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা যাবে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থি হতে পারবে না এবং এরূপ কোন কার্যক্রম চালাতে পারবে না।

৭. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে– যেমন বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে–অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন এবং মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্ড়রের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্ড়রের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে ।

৩. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূল ধারায় পড়বে না তারা ছয় মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. কারিগরি ডিপোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ১২।

৬. প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরণের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

৮. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৯. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।

১০. বৃত্তিমূলক ও ডিপোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে।

১১. দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

১২. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১. বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

২. সবধরনের মাদরাসার পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর, দাখিল দুই এবং আলিম দুই বছর করা হবে।সাধারণ ধারায় উচ্চশিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্যউপকরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ফাজিল অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু করা হবে।তবে যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না ততদিন পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল কোর্সের বর্তমান মেয়াদ অব্যাহত থাকবে।

৩. শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত ,নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।

৪. কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রে এ পক্রিয়া শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশিষ্টদের নিয়ে একটি কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিশন' করে, উক্ত কমিশন কওমি প্রক্রিয়ায় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৫. অন্যান্য ধারার মতো একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে যেন শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মতো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে।

৬. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করা হবে ।

৮. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৪.৮

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের পটভূমি উলেখ করুন।
২। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ উলিখিত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কী ?
৩। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে কী সুপারিশ করেছে ?
৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে কী সুপারিশ করেছে ?
৫। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কী সুপারিশ করেছে ?
৬। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ কারিগরি ও বৃত্তি মূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কী সুপারিশ করেছে ?
৭। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ধারার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করার সুপারিশ করেছে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
২। উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
৩। মাদ্‌রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো লিপিবদ্ধ করুন।